কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা

সমকালীন প্রকাশন

কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা

শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অনলাইন পরিবেশক

www.sijdah.com
www.rokomari.com
www.wafilife.com
www.alfurqanshop.com
www.oneummahbd.com

বাঁধাই এবং মুদ্রণ

নুসরাহ প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং সলিউশন : ০১৬১৪-১১১-০০০

ISBN : 978-984-94443-4-3

Published by Somokalin Prokashon, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 260.00 (Paperback), Tk. 310.00 (Hardcover), USD 15.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

সূচিপত্র

উদাসীনতা	১৯
মুক্তিপণ	৪১
নত শির	৪৬
পাথর ও পাথুরে হৃদয়	৫৭
ভোর পাঁচটা ও সকাল সাতটা	৭০
জিহাদের ময়দানে সালাত	৭৯
রাত্রিজাগরণ	৯২
আমাদের সমাজ কি রাসূলের সমাজ থেকেও উত্তম?	১০৪
পরিতৃপ্তি	১১৭
শক্তিশালী মানুষ	১২৯
যেন আপনি তাকে দেখছেন	১৪৯
অজ্ঞাতনামা পাপ	১৬১
পরিশিষ্ট	১৬৫

ভোর পাঁচটা ও সকাল সাতটা

আমাদের সমাজের মর্মান্তিক একটা চিত্র আছে। চিত্রটা চোখে পড়তেই হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। অব্যক্ত বেদনায় ভেতরটা ছেয়ে যায়। আর সেই চিত্রটা হলো আমার জন্মশহর—রিয়াদে ভোর পাঁচটা ও সকাল সাতটার তুলনা-চিত্র। মাত্র দুই ঘণ্টার ব্যবধান; কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের নৈমিত্তিক কাজে কত পার্থক্য ঘটে! রাস্তাঘাটে মানুষের বিচরণ ও উপস্থিতিতে কত ব্যবধান দেখা দেয়!

সকাল পাঁচটা। ফজরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগ-মুহূর্ত। কিছু মানুষ উঠে অজু করছে। ফজরের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রশান্ত চিত্তে মসজিদে যাচ্ছে। পথিমধ্যে মিসওয়াক করছে। তাসবীহ পড়ছে। তাকবীর বলছে। তাদের এই তৎপরতায় মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটিই প্রতিফলিত হচ্ছে—

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ...﴿٣٦﴾

এমন সব গৃহে—যেখানে আল্লাহর তাঁর নাম স্মরণ ও সমুন্নত করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

[১] সূরা নূর, আয়াত : ৩৬।

অন্যদিকে এদের চেয়ে বহুগুণ বেশি মানুষ তখনও বিছানায় শুয়ে আছে। অনেক ঘরে বাবা-মা সালাত আদায় করলেও তাদের ছেলে-মেয়েরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই হলো ভোর পাঁচটার চিত্র। এবার পাঁচটার আলোচনা শেষ করে সাতটায় আসি।

সকাল সাতটা। ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেছে। ক্লাস, অফিস ও অন্যান্য কাজকর্মের সময় হয়ে এসেছে। পুরো রিয়াদ নগরীর ঘরে ঘরে যেন হুইসেল বেজে উঠেছে। রাস্তায় জনতার ঢল নেমেছে। অলি-গলি জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। হাট-বাজারও লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ক্রেতা, বিক্রেতা ও কুলি-মজুরদের হাঁকডাকে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠেছে। চায়ের দোকানের আসরটাও বেশ জমে উঠেছে। কেউ কেউ অফিসে যাওয়ার আগে ঘরে বসেই চায়ের অপেক্ষা করছে।

আমি এমন অনেক বাবা-মাকে চিনি—যারা চায়, তাদের ছেলে-মেয়েরা সময়মতো ফজর পড়ুক; কিন্তু তাদের এই চাওয়া কখন-ই উদ্যোগ ও সংকল্পে রূপ নেয় না। সালাত তরকের কারণে তারা ছেলে-মেয়েদের কোনো প্রকার শাসন করে না; কিন্তু স্কুলে যেতে সামান্য একটু দেরি হলে, এই মা-বাবাই আবার চোখ কপালে তুলে। চিৎকার করে ঘর-বাড়ি মাথায় তুলে নেয়। স্কুলে পাঠানোর জন্য মুখে যা আসে তা-ই বলে।

তাদের এই চেষ্টা দোষের কিছু না। রিযিকের ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়াও কোনো অপরাধ না। উন্নত শিক্ষা ও সম্মানজনক জীবিকার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া কি দোষের কিছু হতে পারে? না, কখনও না; বরং এটাই প্রশংসনীয়। এটাই উত্তম। উপরন্তু মানুষের জন্য পরনির্ভরশীল থাকাই দোষের।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সার্টিফিকেট বা চাকুরিকে সালাতের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া কি সঙ্গত? শোভনীয়?

প্লিজ! একটুখানি ভেবে দেখুন। আমি জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের কথা বলছি না। জামাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। যদিও বিশুদ্ধমতে তা ওয়াজিব। তবুও আমি জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের কথা বলছি না; বরং আমি বলছি, উম্মতে মুহাম্মাদী যে-ব্যাপারে দীর্ঘ পনেরো শত বছর ধরে একমত, সেটা হচ্ছে—শারয়ী কারণ ব্যতীত যথাসময়ের বাইরে গিয়ে সালাত আদায় করা বৈধ নয়। এটা গুরুতর কবীরা গুনাহ। অধিকন্তু অনেকের মতে এটা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ!

আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি! যে-সকল মা-বাবা ফজরের সময় ছেলে-মেয়েকে মৃদু স্বরে—'এই! ওঠো। সালাত আদায় করো। আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দিক...!'—বলেই দায় সারে এবং নিজেরা যে যার মতো সালাত আদায় করতে চলে যায়—তারাই কিন্তু স্কুলে যেতে সামান্য দেরি হলে গর্জে ওঠে। তাদের মৃদু স্বর তখন বজ্রধ্বনিতে রূপ নেয়। অনবরত হুমকি-ধমকি ও বিরক্তি প্রকাশের অন্ত থাকে না।

কিছুদিন আগে অফিসের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে কথা হচ্ছিল। একপর্যায়ে তিনি বললেন, 'আমি প্রায় দশ বছর ধরে অফিসে আসার আগে ফজরটা পড়ে আসি।' তার বলার ঢং দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ ফজর কাযা করে বিরাট পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছেন! এজন্যই তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। নির্ভার।

আরেক দিনের ঘটনা। মসজিদ থেকে বের হবার সময় এক যুবকের সাথে পরিচয় হয়। কথা প্রসঙ্গে যুবকটি বলে, কোনো এক ছুটিতে আমরা একশোজন সহকর্মী-বন্ধু ট্যুরে যাই। সবাই মিলে আড্ডা দেওয়ার সময় একজন হঠাৎ করে প্রশ্ন করে বসে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে কে কে ঠিক সময়ে ফজর পড়ে? তার এই প্রশ্নের উত্তরে মাত্র একজন বন্ধু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে এবং বলে, তার স্ত্রী প্রতিদিন ফজরের সময় তাকে উঠিয়ে দেয়। বিছানা ছেড়ে মসজিদে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার পেছনে লেগে থাকে।' এমন স্ত্রীই তো স্বামী এবং তার পরিবারের জন্য কল্যাণ ও বরকত বয়ে আনে।

ইয়া আল্লাহ, আমাদের সমাজের এই মর্মান্তিক চিত্র কি এটাই প্রমাণ করছে যে, আমাদের কাছে ইসলামের চেয়ে সনদের গুরুত্ব বেশি? শিকড়ের চেয়ে শাখার মূল্য বেশি? ইসলামের ভিত্তিমূলক উপাদান—সালাতের চেয়ে স্কুলের শিক্ষক ও অফিসের বসের সুদৃষ্টির কদর বেশি?

পাঁচটা ও সাতটার এই যন্ত্রণাদায়ক তুলনা প্রমাণ করে যে, আমাদের কাছে দ্বীনের তুলনায় দুনিয়াই অধিক গুরুত্বপূর্ণ!

এর চেয়েও গুরুতর ও মারাত্মক ব্যাপার এই যে, যারা নিয়মিত ওয়াক্তের বাইরে গিয়ে ফজর পড়ে, তারা অফিস টাইমে সামান্য দেরি হলে, মনে মনে যে-পরিমাণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, যথাসময়ে সালাত পড়তে না পারলে, তার সিকিভাগও হয় না।

প্রতিদিন সকালে যখন পাঁচটা ও সাতটার এই দ্বৈত চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন অনুভব করি, দুনিয়ার প্রতি আমাদের মোহ ও আসক্তি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে

যে, আমরা আল্লাহ, রাসূল ও পরকাল সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে গেছি। আমাদের এই লোভ ও বিস্মৃতি-প্রবণতা দেখে সুদূরে কেউ একজন যেন তিলাওয়াত করে চলেছে—

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

বলুন, 'তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়—তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের সন্তানরা, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আপন গোষ্ঠ, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য—যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং তোমাদের বাসস্থান—যা তোমরা ভালবাসো, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত।' আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।[১]

প্রিয় পাঠক, একটু ভেবে বলুন তো, এই আয়াতে দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার কি বাদ পড়েছে? আমরা কি এগুলোতে চূড়ান্তরূপে জড়িয়ে যাইনি? আমাদের মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, জাতি-গোষ্ঠি এবং অর্জিত সম্পদ ও মন্দা পড়ার আশঙ্কাগ্রস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য কি আমাদের কাছে আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি!

অন্যথায় কেন আল্লাহর দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি আমাদের হৃদয়কে জাগ্রত করে না? মনের গহীনে বাসনার উদ্রেক ঘটায় না—

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ...﴿٩٦﴾

যা তোমাদের কাছে আছে, তা শেষ হয়ে যাবে; আর যা আল্লাহর কাছে, তা স্থায়ী।[২]

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ২৪।

[২] সূরা নাহল, আয়াত : ৯৬।

আপনি যখন সকাল পাঁচটার নাকডাকা ঘুম এবং সাতটার মহা কর্মযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেন তখন কি একটি বারের জন্যও আপনার এই আয়াতটি মনে পড়ে না—

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾

বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও; কিন্তু আখিরাতই অধিক উত্তম ও স্থায়ী।[১]

আপনি যখন ফজর-ওয়াক্তের বেঘোর ঘুম এবং অফিস টাইমের হুড়োহুড়ির চিত্র তুলনা করেন তখন কি এই আয়াতটি আপনার চেতনায় আঘাত করে না—

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

নিশ্চয় তারা ভালোবাসে দুনিয়ার জীবনকে। আর তারা তাদের সামনের কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে চলে।[২]

আমার মতো আপনিও যদি দুনিয়া ও তার তুচ্ছ বিলাসিতার প্রতি মানুষের এই গভীর ভালোবাসা; অপরদিকে আখিরাতের ব্যাপারে তাদের এই সীমাহীন উদাসীনতার চিত্র দেখে থাকেন, তাহলে কুরআনে বর্ণিত আলিমদের এই উপদেশ-বাণীটি স্মরণ করুন—

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا...﴿٨٠﴾

আর যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক তোমাদের! যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ'।[৩]

ভেবে দেখুন, কত মা-বাবা তাদের ছেলেদের সালাতের ব্যাপারে অবহেলা করে? কত স্বামী-স্ত্রী সালাতের সময় একে অপরকে জাগিয়ে তুলতে অলসতা করে?

---

[১] সূরা আলা, আয়াত : ১৬-১৭।

[২] সূরা দাহর, আয়াত : ২৭।

[৩] সূরা কাসাস, আয়াত : ৮০।

আমাদের সমাজের এই মর্মান্তিক চিত্র দেখার পর এবার ইসমাইল আলাইহিস সালাম, তার পরিবার এবং তৎকালীন সমাজের চিত্র অবলোকন করুন। মহান আল্লাহ তার প্রিয় নবী ইসমাইল আলাইহিস সালামের প্রশংসা করে বলেন—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

আর স্মরণ করুন এ কিতাবে ইসমাঈলকে, তিনি তো ছিলেন প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী; তিনি তার পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি ছিলেন তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।[১]

প্রিয় পাঠক, একটু খেয়াল করে দেখুন, আল্লাহ উপর্যুক্ত আয়াতে যে-সকল কারণে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের প্রশংসা করেছেন, তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো, 'তিনি তার পরিজনকে সালাতের নির্দেশ দিতেন'। এবার আপনি নবী-পরিবারের সাথে বর্তমান পরিবারগুলোর তুলনা করুন। দেখবেন, দুই পরিবার-ব্যবস্থার মধ্যে ভয়ানক পার্থক্য বিরাজ করছে! আমাদের সময়ে মানুষ একই পরিবারে এবং একই বাসায় বসবাস করে; কিন্তু এরপরও একজন আরেক জনকে সালাতের আদেশ করে না। এমনকি যে সালাত আদায় করে, সে-ও অন্যকে সালাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। আদেশ বা শাসন তো করে-ই না!

এবার পুত্রের উদ্দেশ্যে লুকমান হাকীমের আদেশটি লক্ষ করুন। তিনি আপন পুত্রকে সালাতের আদেশ করে বলেন—

يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ

হে আমার পুত্র, তুমি সালাত কায়েম করো।[২]

সর্বোপরি মহান আল্লাহ তার সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও নির্দেশ করেছেন, তিনি যেন অবশ্যেই তার পরিবার-পরিজনকে সালাত

[১] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৪-৫৫।

[২] সূরা লুকমান, আয়াত : ১৭।

আদায়ের আদেশ করেন। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا...﴿١٣٢﴾

আপনি আপনার পরিবারকে সালাত আদায়ের আদেশ দিন এবং এর ওপর অবিচল থাকুন।[১]

এবার আপনি প্রশংসনীয় সবগুলো চিত্র একত্র করুন—মহান আল্লাহ ইসমাঈল আলাইহিস সালামের প্রশংসা করছেন। কারণ, তিনি পরিবারকে সালাত আদায়ের আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে লুকমানের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। কারণ, তিনি ছেলেকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন, তিনিও যেন তার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ করেন।

এখন এই প্রশংসনীয় চিত্রগুলোর সঙ্গে আমাদের অধঃপতিত পরিবার ও সমাজের দুঃখজনক অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার চিত্রগুলো তুলনা করুন। তাহলেই আপনি সালাতের ব্যাপারে অতীত ও বর্তমান কালের মানুষের গুরুত্ব ও অবহেলার হালচাল বুঝতে পারবেন।

পাশ্চাত্য-দর্শনে প্রভাবিত এক ব্যক্তি আমাকে বলেন—

> **বর্তমান শাইখরা সমাজে বিদ্যমান দ্বীনী ব্যাপারগুলোর ঘাটতি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে সেগুলোকে আরও বেশি জটিল ও ভয়াবহ করে তোলেন। অথচ তারা যদি কেবল কবীরা গুনাহ'র ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করেই ক্ষান্ত হতেন, তবে বুঝতে পারতেন যে, দ্বীনী ব্যাপারগুলো একেবারেই সহজ ও নির্ঝঞ্ঝাট। মুসলিমদের যত সমস্যা ও জটিলতা—তা কেবল তাদের দুনিয়াকে ঘিরেই।**

কিন্তু আমি যখন এই জ্ঞানপাপী লোকটার উপর্যুক্ত বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে সেটাকে পাল্লার একপাশে রাখি এবং অপরপাশে সকাল পাঁচটা ও সাতটার দ্বৈত চিত্র রাখি তখন মুহূর্তেই তার কথার অন্তঃসারশূন্যতা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ ও তৎপরতার দ্বৈত চিত্র ও চরিত্র প্রকটভাবে ফুটে ওঠে।

---

[১] সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১৩২।

বস্তুত যে-ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই জানতে চায়, আমাদের হৃদয়ে দুনিয়ার প্রতি কতটা আসক্তি এবং দ্বীনের প্রতি কতটুকু ভালোবাসা আছে—তার কর্তব্য হলো, সকাল পাঁচটা ও সাতটার চিত্র তুলনা করা। এতটুকু করলেই সে দুনিয়ার আসক্তি ও দ্বীনের ভালোবাসা পরিমাপ করতে পারবে।

আমি দাড়ি রাখার কথা বলছি না। গান-বাদ্য ত্যাগ করার কথাও বলছি না।[১] বরং আমি কেবল ইসলামের প্রধান একটি নিদর্শনের কথা বলছি। সালাতের কথা বলছি! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহ তুলে নেওয়ার সময় তিনি উম্মাহকে বারবার যে-সালাতের ব্যাপারে সতর্ক করে গিয়েছিলেন, আমি সে-সালাতের কথাই বলছি! হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর ভাষ্যমতে এটাই ছিল তার শেষ কথা।

এতদসত্ত্বেও সালাতের ব্যাপারে বর্তমান সমাজের সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক দৃষ্টান্ত এই যে, বিকারগ্রস্ত মানসিকতা ও নতজানু মনোভাবের অধিকারী অনেকেই মনে করে, সালাত মূলত বক্তা, দরবেশ ও সাধারণ মানুষের আলোচ্য বিষয়। আর তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক হলো বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন ও মনস্তাত্ত্বিক লড়াই; কিন্তু প্রকৃত বিচারে তাদের অধিকাংশ আলোচনাই অর্থহীন। চর্বিত চর্বণ। সেলুনে কিংবা চায়ের দোকানে আড্ডা জমানোর মুখরোচক উপাদান।

অধিকন্তু তারা কুরআন-হাদীসের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি, মূল ভাষ্যের বিকৃতি সাধন এবং আহলুস সুন্নাহর ইমামদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাকেই 'বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন' মনে করে। এই হলো তাদের জীবন! এই হলো তাদের কর্ম!

বস্তুত মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সালাতের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। অন্তত ৯০ জায়গায় সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন; কিন্তু বিকারগ্রস্ত মানসিকতা চর্চাকারী বুদ্ধিজীবীদের কারণে সেই সালাতই আজ অধিকাংশ জাগরণী বক্তৃতা, সংশোধনী আলোচনা ও আত্মোন্নয়ন-পর্যালোচনায় 'গৌণ' ও আপেক্ষিক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়।

---

[১] সর্বসম্মতভাবে দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং গান-বাদ্য শোনা হারাম। এখানে দাড়ি কিংবা গান-বাদ্য সম্পর্কিত বিধানকে লঘু বোঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং তুলনামূলকভাবে এই দুটির চেয়ে সালাতের বিধান অত্যাধিক গুরুত্ববহ, এমনটা বোঝানো হচ্ছে।

যে-সকল প্রকল্প ও কর্মপ্রচেষ্টায় সালাতকে আপেক্ষিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয় সেসকল প্রকল্প ও কর্মপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হোক!

এবার আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসি। যে-ব্যক্তি তার হৃদয়ে দ্বীন ও দুনিয়ার যথাযথ অবস্থান জানতে চায়, তার কর্তব্য হলো, বিভিন্ন রচনা, বই, আর্টিকেল ও পর্যালোচনা পড়ার পাশাপাশি পাঁচটা ও সাতটার মাঝে তুলনা করা। তাহলে সে খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে, আমাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের চেয়ে দুনিয়া এবং তার ভোগ-সামগ্রী কতটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ!

প্রিয় ভাই, অন্তত একবার হলেও মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটি পড়ুন এবং একটুখানি ভাবুন—

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

তাদের পরে আসল একদল অযোগ্য উত্তরসূরী। তারা সালাত নষ্ট করত। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করত। কাজেই অচিরেই তারা ক্ষতির সম্মুখীন হবে।[১]

এই আয়াতটি পড়ার পরেও কি আপনার বোধোদয় হয়নি? হৃদয়ে অনুতাপের অনল জ্বলেনি?

সালাত আদায়ে আমাদের অলসতা এবং দুনিয়ার ব্যাপারে অনিঃশেষ প্রতিযোগিতার এই ভয়াবহ চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরার পরও কি কেউ বলতে পারবে, 'আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমরা দ্বীনী বিষয়গুলোকে অত্যন্ত বড় করে দেখি আর দুনিয়াবী ব্যাপারগুলোকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করি?'

কেউ কি সজ্ঞানে এ কথা বলতে পারবে? ইসলামের খুঁটিই যদি ঠিক না থাকে তাহলে ইসলাম কীভাবে টিকে থাকবে? সুতরাং, আধুনিক চিন্তার প্রবক্তাদের কেউ যদি আপনাকে বলে, 'মুসলিমদের মূল সমস্যা তাদের দুনিয়াবী বিষয়ে অনগ্রসরতা; দ্বীনী বিষয়ে উদাসীনতা নয়' তবে তাকে বিনয়ের সঙ্গে একটি বার বলুন, 'দয়া করে সকাল পাঁচটার সাথে সাতটার তুলনা করুন। তবেই বাস্তবতা বুঝতে পারবেন।'

---

[১] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৯।

অজ্ঞাতনামা পাপ

কিয়ামতের দিন যখন মানুষকে আমলনামা প্রদান করা হবে এবং তাকে সে-আমলনামা পড়ার সুযোগ দেওয়া হবে তখন হয়তো সে অজস্র পাপকর্মের লম্বা ফিরিস্তি দেখেও অবাক হবে না; কারণ, সে জানত, এই পাপগুলো সে সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে করেছে। কাজেই এসব অপকর্মের ফল প্রত্যক্ষ করার জন্য অবচেতনেই সে একপ্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে।

কিন্তু সে যখন দেখবে যে, যেসব পাপকাজ সে করেনি, সেগুলোও তার আমলনামায় যুক্ত হয়েছে তখন তার বিস্ময়ের অন্ত থাকবে না। কারণ, কোনো কোনো হতভাগা তার একার আমলনামায় দশজন, বিশজন, একশোজন এমনকি লক্ষ লক্ষ মানুষের গুনাহও দেখতে পাবে। এসব গুনাহ সে নিজে করেনি; কিন্তু এরপরও এগুলো তারই আমলনামায় লেখা হয়েছে এবং তাকেই এজন্য হিসেব দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, যে-পাপগুলো সে নিজে করেনি, সেগুলো কীভাবে তার আমলনামায় যুক্ত হলো? যে-গুনাহ সে নিজে করেনি, সেগুলোর দায় কীভাবে তার ওপর চাপল?

এই ভয়াবহ বাস্তবতার স্বরূপ জানতে চাইলে নিম্নোক্ত আয়াত দুটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন—

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم…﴿١٥﴾

ফলে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পাপের বোঝা পূর্ণ মাত্রায় এবং তাদেরও পাপের বোঝা যাদেরকে তারা বিভ্রান্ত করেছে।[১]

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ...﴿١٣﴾

তারা তো বহন করবে নিজেদের পাপের ভার এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা।[২]

ইয়া আল্লাহ, কত মজলিসে আমরা না-জেনে আল্লাহর ব্যাপারে কত কিছু বলে ফেলেছি! সেগুলো শুনে কত মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে এবং পাপের পথে পা বাড়িয়েছে! ফলে সম্পূর্ণ অজান্তেই তাদের গুনাহ এসে আমাদের আমলনামায় যুক্ত হয়েছে। যতবার সে ওই পাপকাজ করেছে, ততবারই আমাদের আমলনামায় তার গুনাহ লেখা হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শরীয়তের ব্যাপারে দুঃসাহস দেখানোর মারাত্মক অভিশাপ!

কত লেখক যে তাদের লেখনীর মাধ্যমে পাঠকদের মনে সংশয় সৃষ্টি করেছে! ফলে পাঠকবৃন্দ সুনির্দিষ্ট কোনো শারয়ী বিধানের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেছে এবং সেই সংশয়পূর্ণ মতাদর্শ অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে! যে-সকল লেখক এমনটি করেছে, কিয়ামতের দিন তারা তাদের আমলনামায় অজস্র অপরিচিত মানুষের গুনাহ দেখতে পাবে!

কত স্বঘোষিত দাঈ ও টিভি-ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যারা টিভি-প্রোগ্রামে গিয়ে পশ্চিমাদের ধ্যানধারণা ফেরি করে; তাদের শরীয়ত-পরিপন্থি কাজের পক্ষে যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করে এবং দিনশেষে ভাবে, তারা ইসলামের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে; কিন্তু তারা একবারও ভাবে না যে, তাদের এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথাবার্তায় হাজার হাজার সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হচ্ছে। তাদেরকে বিজ্ঞ আলিম ও একনিষ্ঠ দাঈ বলে বিশ্বাস করছে। ফলে তাদের মধ্যেও ধর্মীয় বিষয়ে বিভ্রান্তি ও শিথিলতা দেখা দিচ্ছে। তারা ইতোপূর্বে যে-সকল আকীদাগত ভ্রান্তি ও ফিকহী বিচ্যুতি থেকে মুক্ত ছিল, সেগুলোতেও জড়িয়ে পড়ছে। ফলে সঙ্গত কারণেই এ সকল টিভি-ব্যক্তিত্বদের আমলনামায় হাজার হাজার মানুষের গুনাহ যুক্ত হবে।

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ২৫।

[২] সূরা আনকাবূত, আয়াত : ১৩।

অনেকে তো মনে করে, যত বেশি 'ভিউ', তত বেশি সফলতা! কেউ কেউ তো এই বলেও গর্ব করে যে, আমার ভিউয়ার এবং ফলোয়ার লক্ষের ঘর ছাড়িয়ে গেছে! কিন্তু তারা জানে না যে, শ্রোতা ও দর্শকের সংখ্যা যত বাড়ছে, বিভ্রান্ত ও ভুক্তভোগীদের সংখ্যাও ততই বাড়ছে। সেই সঙ্গে তাদের ঘাড়ে চাপছে সমস্ত বিভ্রান্তির পাপের বোঝা।

আল্লাহর কসম! মানুষ যদি একান্তে বসে নিজের গুনাহ হিসেব করে, তাহলে স্পষ্টতই বুঝতে পারবে যে, তার পাপরাশিই তার আখিরাত বরবাদ করার জন্য যথেষ্ট। এমতাবস্থায় যদি এই পাপরাশির সঙ্গে যুক্ত হয় জানা-অজানা অসংখ্য মানুষের গুনাহ তাহলে কী অবস্থা হবে!

আল্লাহর কসম! কিয়ামতের দিন মানুষ যখন অন্যের গুনাহ ও পাপকর্মের কারণে নিজে জাহান্নামের আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছার-খার হতে থাকবে তখন তার আফসোস ও অনুশোচনার অন্ত থাকবে না।

কাজেই কথা বলার ক্ষেত্রে সাবধান হন। শারয়ী বিধানাবলির ব্যাপারে 'ঔদ্ধত্য' প্রকাশ বন্ধ করুন। কারণ, অপরিণামদর্শী একটি কথায় অন্যের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে এটাই আপনার ভাগ্য-বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। আপনাকে জাহান্নামের গভীর ও অন্ধকারতম প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করতে পারে।

অন্যের আপদ নিজের ঘাড়ে চাপার ব্যাপারটা যদি এতটাই মারাত্মক হয়ে থাকে তাহলে কীভাবে আমরা এ ব্যাপারে এত উদাসীন থাকতে পারি! নিশ্চয় আমাদের অন্তরে মরিচা পড়ে গেছে। ফলে আমরা সে সকল ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়েও ভাবি না, যেগুলো আমাদের জুতার ফিতার চেয়েও অতি নিকটে।

প্রিয় ভাই! আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি নিজের জন্য যা ভালোবাসি, আপনার জন্যও ঠিক তাই ভালোবাসি। কাজেই আমার এই শেষ কথাটি অন্তত মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কোনো মজলিসে যদি শারয়ী বিধান আলোচনা করার সুযোগ হয়, তখন অন্তত একবার হলেও মনে মনে এই আয়াত দুটি তিলাওয়াত করে নেবেন—

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم... ﴿٢٥﴾

ফলে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পাপের বোঝা—পূর্ণ মাত্রায় এবং তাদেরও পাপের বোঝা—যাদেরকে তারা বিভ্রান্ত করেছে।[১]

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ...﴿١٣﴾

তারা তো বহন করবে নিজেদের পাপের ভার এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা।[২]

হায়! অন্যদের গুনাহের কথা না-হয় বাদই দিলাম; আমরা যদি অন্তত নিজেদের গুনাহ থেকে বাঁচতে পারতাম!

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ২৫।

[২] সূরা আনকাবূত, আয়াত : ১৩।